তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদের জীবনযাপন

জান্নাতুল ফেরদৌস রুমা

ক্যাম্পাস

হাতেগোনা মাত্র কয়েকজন আদিরাসী ছাত্রছাত্রী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পড়াশোনা করছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে সাঁওতাল, মুন্ডা, মহিাতো, মালো, চাই, বাইছানি, ডহরা, হাড়ি, ঘাটোয়াল, দুষাত, মাহালী এবং ওরাও ও অন্যান্য গোষ্ঠীভুক্ত আদিবাসী। এ সকল নৃগোষ্ঠীর গুটিকয়েক ছাত্রছাত্রী উচ্চশিক্ষা অর্জনের জন্য পদার্পণ করেছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে। এদের সংখ্যা বর্তমানে প্রায় ৬০ জন। এরা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে পড়াশুনা করছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অন্যান্য সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের তুলনায় আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদের জীবনযাপন ভিন্ন প্রকৃতির।

আদিবাসী ছাত্রছাত্রীরা মানবেতর জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে রা. বি ক্যাম্পাসে টিকে আছে। এদের অধিকাংশের বাবা-মা অশিক্ষিত। তাদের আর্থিক অবস্থা খুবই নাজুক। শিকার করা, মজুর খাটা ও কৃষিকাজ এদের মূল জীবিকা। আর এই উৎস থেকে যে আয় হয় তা দিয়েই তারা তাদের সন্তানদের বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশে শহরমুখী করেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্পণকারী আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদের কারো কারো পড়াশোনা অর্থের অভাবে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এতই নড়বড়ে যে আদিবাসী সমাজ ব্যবস্থা বেকার ও ছদ্মবেকারত্বের শিকার।

বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত আদিবাসী ছাত্র দেবাশিষ জানায়, তাদের প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের বিশ্বাসের ভিতটা খুব শক্ত। তবে এদের কিছু খারাপ মূল্যবোধ ও চর্চা রয়েছে যা বর্জনীয়। তারা সকল কাজেই নিজেদের দুর্বল ভাবে, হীনম্মন্যতায় ভোগে এবং বৃহত্তর সমাজ ব্যবস্থা থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রাখে।

ব্যবস্থাপনা বিভাগের ২য় বর্ষের ছাত্রী সনতি হাঁসদার কাছ থেকে জানা যায়, এখানে হলে তাদের কোটা অনুযায়ী কোন সিট দেওয়া হয় না।

সনতির কাছ থেকে তাদের ধর্ম সম্পর্কে জানা যায়। সাঁওতালসহ অন্যান্য সম্প্রদায়ের নির্দিষ্ট কোন ধর্ম নেই। তবে প্রাচীন অতিপ্রাকৃত কিছু বিশ্বাস তারা ধারণ করে। প্রধানত দারিদ্র্য ও প্রচণ্ড নিরাপত্তাহীনতার কারণে তারা খ্রিস্টান মিশনারীতে যেতে বাধ্য হয় এবং খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে। তবে প্রত্যেক বাড়িতেই গৃহদেবতা আছে। এ গৃহদেবতার নাম আবগে বঙ্গা। গোত্র অনুযায়ী প্রত্যেক বাড়িতেই বঙ্গা পূজা হয়।

সনতি আরো জানায়, অন্যান্য ছাত্রছাত্রীর মত সেও এখানে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হতে চায়। কেননা সে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যখন ছুটি কাটাতে তার গ্রামের বাড়িতে যায় তখন তার গ্রামের সবাই তাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া আদিবাসী তরুণীরা এখানকার অন্যান্য তরুণী ছাত্রীদের মতোই পোশাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করে। তবে তাদের মূল পোশাক হচ্ছে 'পাঞ্জাহি পারহান' নামক দু পাল্লাবিশিষ্ট একটি পোশাক। ওপরের পাল্লার নাম পাঞ্জাহি এবং নিচের পাল্লার নাম পারহান। বর্তমানে শিক্ষিত ও অধুনা মনমানসিকতাসম্পন্ন নারীরা এ পোশাক পরছে না। তারা সালোয়ার কামিজ ও বাঙালি শাড়ি পরতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে।

প্রায় দেড় যুগ আগে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ধর্ম নয় জাতীয় সত্তাই সামাজিক উন্নয়নের মূল ভিত্তি'- এই শ্লোগানকে সামনে রেখে জন্মলাভ করে 'আদিবাসী স্টুডেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশন অফ রাজশাহী ইউনিভার্সিটি' (আসারু) নামক একটি সংগঠন। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ছাড়াও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ সংগঠনের প্রতিটি প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রছাত্রী নিরলস পরিশ্রম করছে। আসারুর অন্যতম সদস্য অর্পা কুজুর জানায়, সে আদিবাসী গোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করবে। ইতিহাস বিভাগের মাস্টার্স শেষ বর্ষের ছাত্রী অর্পা কুজুর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় উদীচীর একজন একনিষ্ঠ কর্মী। তার কাছ থেকে জানা যায়, এখানে তাদের নিজস্ব সত্তা ও সংস্কৃতিকে সম্মান দেখানো হয়।

তাকে আলাদা সম্প্রদায়ের মনে করে না। বরং তার ব্যক্তিসত্তাকে সে বিকশিত করতে অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ পাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক অঙ্গ সংগঠনগুলোর কাছ থেকে। তার কিছু সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার কথা সে জানালেও তার এ সমাজের কাছে প্রত্যাশা একটি সুন্দর ভবিষ্যতের, যা তাদের ঘরের আঁধারকে কাটিয়ে আলোয় পরিপূর্ণ করবে।

আদিবাসী ছাত্রছাত্রীরা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে কোথাও এখনও পর্যন্ত এককভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি বলে নিজ সম্প্রদায়ের অগ্রগতি ঘটাতে পারেনি।